যায়যায়দিন

তারিখ AUG 27 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

হস্টেলের এক রুমে থাকে ২০ ছাত্রী

শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হয় দাঁড়িয়ে। ৮ তলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ দ্বিতীয় দফায় শুরু হলেও তা চলছে কচ্ছপ গতিতে। কবে শেষ হবে কেউ জানে না। আর ছাত্রী হস্টেলের একটি কক্ষে থাকে ২০ জন ছাত্রী। সেখানে একটি টিভি থাকলেও নেই টিভি রুম। তা চলে খোলা আকাশের নিচে। এ চিত্র স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের। কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এম আবদুল্লাহও শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটের কথা স্বীকার করে বলেছেন, নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে এ সঙ্কট দূর হবে।

ছাত্রীদের একমাত্র হস্টেলটি লেডিস হস্টেল নামেই পরিচিত। এখানে ১ম বর্ষের ছাত্রী থেকে শুরু করে ইন্টার্নি ডাক্তাররাও থাকেন। ওয়ার্ল্ড কাপ চলাকালে হস্টেলের টিভিটি নষ্ট থাকায় ৪৫০ জন ছাত্রী একটি ম্যাচও দেখতে পারেনি। ২য় বর্ষের একজন ছাত্রী জানান, 'তারা এক রুমে ২০ জন থাকেন, যা নিঃসন্দেহে অমানবিক।' তিনি জানান, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য মাত্র ৪টি রুম রয়েছে। এসব রুমে ৬৫ জন ছাত্রী গাদাগাদি করে থাকেন। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তবে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদের অবশ্য থাকার মতো অবস্থা মেলে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একটি নতুন ছাত্রী হস্টেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ছাত্রদের জন্য বর্তমানে প্রধান ছাত্রাবাস ও আলাউদ্দিন ছাত্রাবাস নামে দুটি হস্টেল রয়েছে। প্রধান ছাত্রাবাসে ডাইনিং, ক্যান্টিন, নিজস্ব পানি সাপ্লাই, সুপ্রশস্ত টিভি রুমসহ নানান সুবিধা থাকলেও আলাউদ্দিন হলে কোনো ক্যান্টিন নেই, বিনোদনের সুযোগও অনেক কম। এ দুটি হলে কয়েকজন ছাত্রনেতা একা এক রুম দখল করে রাখলেও সাধারণ ছাত্ররা এক রুমে তিনজন করে থাকছে।

শিক্ষানবিশ ও চাকরিরত নার্সদের জন্য একটি নার্স হস্টেল আছে যা লেডিস হস্টেলের পাশেই।

ওদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত জুন মাসে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের ৮ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ নতুনভাবে শুরু হয়েছে। ২০০২ সালে শ্রেণীকক্ষ বাড়ানোর দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের মুখে এই ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। রহস্যজনক কারণে পরের বছরের শেষ দিকে তা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবার এই বছরের জুনে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও এর কচ্ছপ গতিতে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা। একদিকে তীব্র শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট অপরদিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষে নেই শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা। শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট নিরসনে শিক্ষার্থীদের অনেক দিনের দাবি থাকলেও তা কর্তৃপক্ষের টনক নড়াতে পারেনি। ৩য় বর্ষের ছাত্র মাসুম বিল্লাহ বলেন, অবিলম্বে শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট সমস্যা সমাধান করা জরুরি। নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজা কনস্ট্রাকশনের একজন কর্মকর্তা জানান, ভবন নির্মাণে এ কচ্ছপ গতির কারণ তিনি জানেন না। তবে তিনি আশা করেন খুব শিগগিরই এ ব্যাপারটির একটা সমাধান হবে।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এম আবদুল্লাহ বলেন, ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম খুব ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোনো ডিপার্টমেন্টেই শিক্ষক সঙ্কট নেই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সমান আন্তরিক। নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট দূর হবে। দেড় শতকের ঐতিহ্যবাহী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল। ঢাকা মেডিকাল কলেজের পরপরই ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের তালিকায় এই লাল ইটের প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান। এটিই দেশের সবচেয়ে পুরনো মেডিকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পুরনো ঢাকার চিরাচরিত ঘনঘিঞ্জি পরিবেশে আর বুড়িগঙ্গার মনমাতানো শীতল হাওয়ায় কখন যে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের জীবনের মূল্যবান পাঁচটি বছর কেটে যায়, তা তারা টেরই পায় না।

বর্তমানে এখানে এমবিবিএস ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। এগুলো হলো- এমডি, এমএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা। কার্ডিওলজি, ইন্টারনাল মেডিসিন, নেফ্রোলজি, আই, সার্জারি, ইউরোলজি, ইএনটি, প্যাথলজি প্রভৃতি বিষয়ে এখানে স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠদান করা হয়। পাঁচ বছরের এমবিবিএস কোর্সের ১ম ও ২য় বর্ষে এনাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ৫ম বর্ষে সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি বিষয়ে পড়ানো হয়।

কলেজের একমাত্র ছাত্রীনিবাস। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীদের এক রুমে ১৫/২০ জন করে থাকতে হয়

চারতলার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের নিচতলায় কমিউনিটি মেডিসিন, অধ্যক্ষের কার্যালয় ও লাইব্রেরি। ২য় তলায় প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ৩য় তলায় এনাটমি, ৪র্থ তলায় ফার্মাকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ও ফিজিওলজি বিভাগ।

নানারকম সমস্যার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবচেয়ে প্রকট হলো - স্থান সঙ্কট। ছাত্রছাত্রীদের লেকচার, টিউটোরিয়াল, ব্যবহারিক ক্লাস ও পরীক্ষা দেয়ার পর্যাপ্ত কক্ষ নেই। কলেজে চারটি লেকচার গ্যালারি থাকার কথা থাকলেও রয়েছে মাত্র দুটি। ২০০২ সালে ৮ তলার নতুন একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২২ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত এই ভবনটি নির্মিত হয়নি। জানা গেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ঠিকমতো টাকা বরাদ্দ হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার রেজা কনস্ট্রাকশন খুব ধীরগতিতে কাজ করছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন, নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হলে তাদের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতো।